

## এইচ এস সি বাংলা ব্যাকরণ

### অধ্যায় ৪: পদ, পদ প্রকরণ, ব্যাকরণিক শব্দের শ্রেণিবিভাগ ও অনুচ্ছেদ

প্রশ্ন-১। উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

[দি. ১৬; সি. ১৬]

অথবা, বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করো।

[দি. ১৭, স. ১৬]

উত্তর : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন—খালা, বাটি, টাকা ইত্যাদি।

ক. সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য : যে শব্দ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি, স্থান, দেশ, দিন, মাস, বই, গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, পত্রিকা, চিত্রকর্ম, শিল্পকর্ম ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন—শ্রীকান্ত, কমলা, আষাঢ়, বঙ্গভাষা, সংশ্লিষ্টক, মোনালিসা ইত্যাদি।

খ. সাধারণ বিশেষ্য : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, পদার্থ বা অন্য কোনো জাতি বা শ্রেণির নাম বোঝায় তাকে সাধারণ বিশেষ্য বলে। যেমন—মানুষ, পাখি, নদী, পাহাড় ইত্যাদি।

গ. ক্রিয়া-বিশেষ্য : যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায় তাকে ক্রিয়া-বিশেষ্য বলে। যেমন—দেখা, শোনা, খাওয়া, করা, ধরা ইত্যাদি।

ঘ. বিশেষণজাত বিশেষ্য : বিশেষণের সাথে বিশেষ্যকারী অন্ত্যপ্রত্যয় যোগ করে যে বিশেষ্য গঠিত হয় তাকে বিশেষণজাত বিশেষ্য বলে। যেমন—ঘনত্ব (ঘন + ত্ব), পটুত্ব (পটু + ত্ব), নষ্টামি (নষ্ট + আমি) ইত্যাদি।

ঙ. প্রয়োগ-নির্ধারিত বিশেষ্য : প্রয়োগজনিত কারণে যে বিশেষণ কখনো বিশেষ্যের ভূমিকা গ্রহণ করে তাকে প্রয়োগ-নির্ধারিত বিশেষ্য বা প্রয়োগ বিশেষ্য বলে। যেমন—রনি খুবই অসুস্থ (বিশেষণ)। অসুস্থদের (বিশেষ্য) নিয়মিত সেবা করা উচিত।

চ. অবয়বগত বিশেষ্য : যেসব সংখ্যাবাচক শব্দ বা বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ কখনো কখনো বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাদের অবয়বগত বিশেষ্য বলে। যেমন—আমি এখন থেকেই আপনাদের কোনো কিছুই সাত-পাঁচে নেই।

প্রশ্ন-২। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

[য. ১৬]

উত্তর : ব্যাকরণগত অবস্থানের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তাদের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। ব্যাকরণিক শব্দ মোট আট প্রকার। যেমন—

ক. বিশেষ্য : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন—খালা, বাটি, টাকা ইত্যাদি।

খ. সর্বনাম : বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে। সর্বনাম সাধারণত ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ হিসেবে কাজ করে। যেমন—অবনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়।

গ. বিশেষণ : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণ বলে। যেমন—নীল পরী।

ঘ. ক্রিয়া : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন—নিজাম কাঁদছে।

ঙ. ক্রিয়া-বিশেষণ : যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন—বাসটি দ্রুত চলতে শুরু করল।

- চ. যোজক : যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন—তুমি খাবে, আর আবার পড়বে।
- ছ. অনুসর্গ : যে শব্দ কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন—ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না।
- জ. আবেগ শব্দ : যে শব্দ মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশে সহায়তা করে তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন—বাহ! সে তো আজ ভালোই খেলেছে।

প্রশ্ন-৩। উদাহরণসহ সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

[ব. ১৭, চ. ১৬; ব. ১৬]

অথবা, সর্বনামের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম বহুলাংশে বিশেষ্যের অনুরূপ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ্যের মতোই কারক ও বচনভেদে তার রূপে ভিন্নতা দেখা যায়।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

- ক. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম : যে সর্বনাম কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় তাকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বলে। এ সর্বনাম বাক্যের ব্যাকরণিক পক্ষ বা পুরুষ (বক্তা, শ্রোতা, অন্য-এ তিনটিকে) নির্দেশ করে। যেমন—আমি, তুমি, উনি ইত্যাদি।
- খ. আত্মবাচক সর্বনাম : কর্তা নিজেই কোনো কাজ করেছে—এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বলে। যেমন—আমি নিজে বইটি পড়েছি।
- গ. নির্দেশক সর্বনাম : এ ধরনের সর্বনাম বক্তার কাছে থেকে কোনো কিছুর নৈকট্য, দূরত্ব নির্দেশ করে। যেমন—এ, এরা, উনি, সে ইত্যাদি।
- ঘ. অনির্দিষ্ট সর্বনাম : অনির্দিষ্ট কাউকে বা কোনো বস্তুকে বোঝাতে অনির্দিষ্ট সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন—কেউ বোধ হয় এসেছিল।
- ঙ. প্রশ্নবাচক সর্বনাম : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশ্ন বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম বলে। যেমন—এটা কার বই?
- চ. সংযোগবাচক সর্বনাম : এ ধরনের সর্বনাম দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। যেমন—আমি বলি হী জীবনটা এভাবে ধ্বংস করো না। কলেজে গিয়ে দেখি যে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে।
- ছ. সাপেক্ষ সর্বনাম : পরস্পর নির্ভরশীল যে যুগল সর্বনাম দুটি বাক্যাংশের সংযোগ ঘটায় তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন—যত চাও তত লও।
- জ. ব্যতীহার সর্বনাম : যে সর্বনাম দুপক্ষের সহযোগ বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝায় তাকে ব্যতীহার সর্বনাম বলে। যেমন—আমরা নিজেরা নিজেরা বাড়িটা মেরামত করে ফেললাম।
- ঝ. সকলবাচক সর্বনাম : যে সর্বনাম ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝায়। যেমন—সবাই বই পড়ছে।
- ঞ. অন্যবাচক সর্বনাম : নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন—অন্যো পারলে তুমি পারবে না কেন?

প্রশ্ন-৪। আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখো।

[রা. ১৬]

উত্তর : যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন—আরে, তুমি আবার কখন এলে! উঃ, ছেলেটির কী কষ্ট।

নিচে আবেগ শব্দের প্রকারভেদ উল্লেখ করা হলো—

- ক. সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ দ্বারা অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে সিদ্ধান্তবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন—উহু, ওটা ধরবে না। বেশ, তোমার কথাই মানলাম।

- খ. প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ করে সেসব শব্দকে প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন—শাবাশ। চমৎকার রেজাল্ট করেছে। বাঃ। তোমার জামাটা ভারি সুন্দর।
- গ. বিরক্তিবাচক আবেগ শব্দ : অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব যেসব শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেসব শব্দকে বিরক্তিবাচক আবেগশব্দ বলে। যেমন— ছিঃ। এমন কাজটা তুমি করতে পারলে। কী অসহ্য, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব।
- ঘ. ভয় ও যত্নগাচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ দ্বারা আতঙ্ক, যত্নগা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে বলা হয় ভয় ও যত্নগাচক আবেগ শব্দ। যেমন— উঃ কী যে যত্নগা। ও মা। কী অশুভকার।
- ঙ. বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ : এ ধরনের আবেগ শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন— আরে তুমি তাহলে এসেই পড়েছ। তাই। ও ফিরে এসেছে?
- চ. করুণাবাচক আবেগ শব্দ : যেসব শব্দ দ্বারা করুণা বা সহানুভূতিমূলক মনোভাব প্রকাশ পায় সেসব শব্দকে বলা হয় করুণাবাচক আবেগ শব্দ। যেমন— আহা! ছেলেটার মা-বাবা কেউ নেই। হায়। হায়। এখন সে যাবে কোথায়!
- ছ. সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ : এ ধরনের আবেগ শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন— হে মহান, তোমাকে অভিবাদন। ওরে, যাস্নে।
- জ. আলংকারিক আবেগশব্দ : যেসব আবেগ শব্দ বাক্যের অর্থের কোনো রকম পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেসব শব্দকে বলা হয় আলংকারিক আবেগ শব্দ। যেমন—মা গো মা। এমন রসিকতাও কেউ করে। দূর পাগল! এসব নিয়ে অত ভাবতে নেই।

প্রশ্ন-৫। যোজক কাকে বলে? যোজক কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো। [সকল বো. ১৮, কু. ১৬]

উত্তর : যে শব্দ একটি বাক্য বা বাক্যাংশের সঙ্গে অন্য একটি বাক্য বা বাক্যাংশের কিংবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংযোজন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন—আমি গান গাইব আর তুমি নাচবে।

অর্থ এবং সংযোজনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজক শব্দ পাঁচ প্রকার। এগুলো নিম্নরূপ—

- ক. সাধারণ যোজক : যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশকে সংযুক্ত করা যায় তাকে সাধারণ যোজক বলে। যেমন— আমি ও আমার বাবা বাজারে এসেছি।
- খ. বৈকল্পিক যোজক : যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে বিকল্প বোঝায় তাকে বৈকল্পিক যোজক বলে। যেমন— তুমি বা তোমার বন্ধু যে কেউ এলেই হবে।
- গ. বিরোধমূলক যোজক : এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথমটির বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন—আমি চিঠি দিয়েছি কিন্তু উত্তর পাইনি।
- ঘ. কারণবাচক যোজক : এ ধরনের যোজক এমন দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন— আমি যাইনি, কারণ তুমি দাওয়াত দাওনি।
- ঙ. সাপেক্ষ যোজক : পরস্পর নির্ভরশীল যে যোজকগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে সাপেক্ষ যোজক বলে। যেমন—যদি টাকা দাও তবে কাজ হবে।

প্রশ্ন-৬। বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

[কু. ১৭, তা. ১৬]

উত্তর : যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো কিছু করা, থাকা, হওয়া, ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন—বাগানে ফুল ফুটেছে। ক্রিয়ার নানা রকম শ্রেণিবিভাগ হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ—

ক. ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন—  
হেলোটা বল খেলছে।
২. অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।  
যেমন—রাড়ি গিয়ে ভাত খাব।

খ. কর্মপদ সংক্রান্ত ভূমিকা অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. সাকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া কর্মপদযুক্ত তাকে সাকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—লোকটি গান শুনছে।
২. অকর্মক ক্রিয়া : বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া কোনো কর্ম গ্রহণ করে না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।  
যেমন—সজীব খেলছে।
৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : বাক্যস্থিত যে ক্রিয়া দুটি কর্ম গ্রহণ করে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—আমি মিতাকে  
একটি ফুল দিয়েছি।
৪. প্রযোজক ক্রিয়া : কর্তার যে ক্রিয়া অন্যকে দিয়ে করানো বোঝায় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।  
যেমন—শিক্ষক ছাত্রকে অংক দেখাচ্ছেন।

গ. গঠন-বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. যৌগিক ক্রিয়া : এ ধরনের ক্রিয়া একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে গঠিত হয় এবং  
সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—এসে বসা, খেয়ে যাওয়া, দৌড়াতে থাকা ইত্যাদি।
২. সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধনাত্মক শব্দের সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করে যে  
ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক বা মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন—নাচ করা, মশা মারা ইত্যাদি।

ঘ. অস্তি-নেতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ :

১. অস্তিবাচক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা ইয়া-বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া  
বলে। যেমন—আমি থাব।
২. নেতিবাচক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া  
বলে। যেমন—আমি থাইনি।

প্রশ্ন-৭। প্রদত্ত বিশেষ্যবাচক শব্দগুলোর সাথে বিশেষণ যোগ করে বাক্যে প্রয়োগ করো।

মানুষ, মাঠ, ঘাস, মেঘ, রাত।

উত্তর :

বিশেষণ রূপ	প্রয়োগকৃত বাক্য
ক. ভালো মানুষ	লোকটি নিতান্তই ভালো মানুষ।
খ. সবুজ মাঠ	ধেনুগুলো সবুজ মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে।
গ. নরম ঘাস	নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা কজন।
ঘ. কালো মেঘ	কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।
ঙ. গভীর রাত	গভীর রাতে মাঝে মাঝে শেয়ালের ইক শোনা যায়।

প্রশ্ন-৮। পদ ও শব্দের মধ্যে ৫টি পার্থক্য নির্দেশ করো।

উত্তর : পদ ও শব্দের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

নিচে এগুলো নির্দেশ করা হলো :

পদ	শব্দ
১. বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন-নীলার একটি বাগান আছে।	১. অর্থকোষক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টির নাম শব্দ। যেমন-নীলা, এক, বাগান ইত্যাদি।
২. পদ ব্যবহারের জন্য বাক্যের প্রয়োজন হয়।	২. শব্দ হতে হলে বাক্যের প্রয়োজন নেই।
৩. পদে যে-কোনো বিভক্তি যুক্ত হতে পারে। যেমন- ঘর (শূন্য বিভক্তিযুক্ত), ঘরে (সম্বন্ধী বিভক্তিযুক্ত)	৩. শব্দে শূন্য ছাড়া আর কোনো বিভক্তি যুক্ত হতে পারে না। যেমন-লাল, নীল, হলুদ, আকাশ, নদী, পাখি, জল, ফুল, মূল, রঙ, চঙ, সঙ ইত্যাদি।
৪. সব পদই অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। যেমন-মন, দেশ, ডালি (শূন্য বিভক্তিযুক্ত ও অর্থপূর্ণ) মনে, দেশে (দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত ও অর্থহীন)	৪. সব শব্দই অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন-মন, কেশ, দেশ, ডালি, কালি, ফুল, ফাল্গুন, রথ, পথ, নদী, পাখি, ঘাস, বাংলাদেশ ইত্যাদি।
৫. পদের আকার অপেক্ষাকৃত বড়। যেমন-লাভের, পথে, বাংলাদেশকে।	৫. শব্দের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট।
৬. শব্দ হল অবিধানবান্ধ রূপ।	৬. পদ হল বাক্যবান্ধ রূপ।

প্রশ্ন-৯। সাপেক্ষ সর্বনাম কী? সাপেক্ষ সর্বনামের চারটি প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : পরস্পর নির্ভরশীল যে সর্বনামগুলো দুটি বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় তাদের সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। নিচে এর চারটি প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক্রমিক	সাপেক্ষ সর্বনাম	প্রয়োগ
১	যে-সে	যে সহে সে রহে।
২	যার-তার	যার কাজ তারই কাজে।
৩	যত-তত	যত চাও তত লও তরলী পরে।
৪	যেমন-তেমন	যেমন কুকুর তেমন মূগুর।

প্রশ্ন-১০। সাধিত বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : সাধিত বিশেষণ নানাবিধে গঠিত হতে পারে। গঠন অনুযায়ী এটাকে নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-

- ক্রিয়াজাত বিশেষণ : ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে কৃৎ প্রত্যয় যোগ করে যে বিশেষণ গঠিত হয় তাকে ক্রিয়াজাত বিশেষণ বলে। যেমন- জ্বলন্ত চুল্লি, ঘুমন্ত শিশু, উঠতি ফসল, হাসি মুখ, কুড়ানো ধান ইত্যাদি।
- বিশেষ্যজাত বিশেষণ : বিশেষ্যের সাথে তৎস্বিত বা শব্দ প্রত্যয় যোগ করে যে বিশেষণ গঠিত হয় তাকে বিশেষ্যজাত বিশেষণ বলে। যেমন-দলীয় কর্মসূচি, রূপালি নদী, রোহিণী নগর, মায়ারী চাঁদ ইত্যাদি।
- সর্বনামজাত বিশেষণ : যে সর্বনাম কখনো এককভাবে আবার কখনো প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনামজাত বিশেষণ বলে। যেমন- কত কাল, অন্য ঘর, এত বোকা মানুষ, খাঁস উদ্যোগ, কবেকার কথা, কোথাকার কে ইত্যাদি।

ঘ. ধন্যাত্মক শব্দজাত বিশেষণ : যে ধন্যাত্মক শব্দ কখনো এককভাবে আবার কখনো বা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে ধন্যাত্মক শব্দজাত বিশেষণ বলে। যেমন—কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফণ, তকতকে মেঝে, ভনভনে মাছি, চকচকে নোট, টসটসে আম, খুক খুক কাশি, ধুড়ধুড়ে বুড়ো ইত্যাদি।

ঙ. সমাসবন্ধ বিশেষণ : যে সমাসবন্ধ শব্দ বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে সমাসবন্ধ বিশেষণ বলে। যেমন—বেকার মানুষ, চৌচালা ঘর, ছা-পোষা কেরানি, পা-চাটো কুকুর ইত্যাদি।

চ. আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গযুক্ত বিশেষণ : আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গযোগে যে বিশেষণ গঠিত হয় তাকে আদ্যপ্রত্যয় বা উপসর্গযুক্ত বিশেষণ বলে। যেমন—নিষ্পিত কর্ম, সুকঠিন কাজ, অপহৃত শিশু, নির্জলা মিথ্যা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১১। উদাহরণসহ ক্রিয়া-বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর : যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন—ছেলেটি দ্রুত হাঁটছে। মা গুনগুনিয়ে গান গাইছেন। সে খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

অর্থ ও অন্বয়গতভাবে ক্রিয়া-বিশেষণকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. ধরনবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ : যে উপায়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে ধরনবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন—তারা নিষ্ঠুরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ডবেগে ঝড়টি উপকূলীয় অঞ্চল অতিক্রম করছে।

খ. কালবাচক ক্রিয়া বিশেষণ : যে সময়টিতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে কালবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন—তিনি দুপুরেই বেরিয়ে গেছেন। আমি আগামীকাল ঢাকা যাব।

গ. স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ : ক্রিয়া সংঘটনের স্থানকে স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন—ডুবুরিদল অনেক আগেই নদীতে নেকড়ে। তিনি খুব কষ্ট করে গাছে চড়েছেন। সে এখনো ওখানেই বসে আছে। চুপ করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকো।

ঘ. সংযোজক ক্রিয়া-বিশেষণ : যে ক্রিয়া-বিশেষণ একাধিক বাক্যাংশকে সংযুক্ত করে তাকে সংযোজক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন—আমার হাতে এখন কোনো কাজ নেই, অবশ্য থাকার কথাও নয়।

ঙ. না-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ : যে ক্রিয়া-বিশেষণ বাক্যকে না-বাচক বৈশিষ্ট্য দেয় তাকে না-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ বলে।

যেমন—আমি এখন কাজ করবো না। আমার সাথে তার আঙ্গু কথা হয়নি।

প্রশ্ন-১২। পদ সংগঠনের দিক থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর : পদ সংগঠনের দিক থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ দুই প্রকার। যথা—

ক. একপদী ক্রিয়াবিশেষণ : একটি মাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠিত হয় তাকে একপদী ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন—আম্বে, জোরে, ধীরে, সহজে, সাগ্রহে, সানন্দে, নির্বিন্দে, তাড়াতাড়ি ইত্যাদি।

খ. বহুপদী ক্রিয়া-বিশেষণ : একের অধিক পদ দিয়ে যে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠিত হয়, তাকে বহুপদী ক্রিয়া-বিশেষণ বলে। যেমন—আম্বে আম্বে, চুপি চুপি, জোরে জোরে, ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৩। ক্রিয়া-বিশেষণ পদাণু বলতে কী বোঝ? চারটি উদাহরণসহ বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : বাক্যে বিশেষ ইচ্ছিত প্রকাশের জন্যে যে পদাণু ব্যবহার করা হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ পদাণু বলে। যেমন—তো, না, কি, যে ইত্যাদি। নিচে এগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক. তো—গাড়ি চলছে তো চলছেই, থামার নাম নেই।

খ. না—তুমি না আমি যাবো, বুঝতে পারছি না।

গ. কি—তুমি বাড়ি যাবে কি?

ঘ. যে—তুমি যে আমার কবিতা।

প্রশ্ন-১৪। বিভিন্ন প্রকার আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক. সিদ্ধান্তসূচক—উহু! আমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

- খ. প্রশংসাবাচক- শাবাশ! সামনে এগিয়ে যাও।  
 গ. বিরক্তিসূচক- কী জ্বালা! তোমার যন্ত্রণায় আর বাঁচি না।  
 ঘ. ভয় ও যন্ত্রণাবাচক- উঃ! কী যন্ত্রণা, আর সইতে পারছি না।  
 ঙ. বিস্ময়সূচক- আরে! তুমি আবার কখন এলে!  
 চ. করুণাসূচক- হায়! হায়! এখন আমার কী হবে?  
 ছ. সম্ভোধনসূচক- ওহে! কোথায় যাচ্ছ?  
 জ. আশংকারিক- দূর পাগল! এমন কথা কি কেউ বলে?

প্রশ্ন-১৫। গঠন অনুসারে অনুসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর : গঠন অনুসারে অনুসর্গ দুই প্রকার। যথা-

- ক. বিভক্তিহীন অনুসর্গ : অপেক্ষা, অবধি, কর্তৃক, ছাড়া, দ্বারা, নাগাদ, পর্যন্ত, প্রতি, বিনা, ব্যতীত, মতো, দরুন, বনাম, বাবদ, বরাবর ইত্যাদি।  
 খ. বিভক্তিযুক্ত অনুসর্গ : আগে, ওপরে, কাছে, কারণে, জন্যে, দিকে, নিচে, পাশে, পেছনে, বাইরে, ভেতরে, মধ্যে, মাঝে, সঙ্গে, সাথে, সামনে, সনুখে, করে, চেয়ে, থেকে, দিয়ে, লেগে, হতে, বদলে, বাদে ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৬। অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? গঠন-প্রকৃতি অনুসারে অনুসর্গকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর : যে শব্দগুলো কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন-

তোমাকে দিয়ে আর এ কাজ হবে না।

তোমার জন্য এটা আমার বিশেষ উপহার।

গঠন-প্রকৃতি অনুসারে অনুসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ক. বিশেষ্য অনুসর্গ : ক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য শব্দ থেকে যে অনুসর্গগুলো এসেছে তাদের বিশেষ্য বা নামজাত অনুসর্গ বলে। যেমন-এখন ওদের মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই।  
 খ. ক্রিয়া অনুসর্গ : ক্রিয়া থেকে যেসব অনুসর্গ উৎপন্ন হয় তাদের ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে।  
 যেমন-তোমরা সবাই মন দিয়ে লেখাপড়া করো।

প্রশ্ন-১৭। উদাহরণসহ বিশেষ্য অনুসর্গের প্রকারভেদ আলোচনা করো।

উত্তর : বিশেষ্য অনুসর্গ তিন প্রকার। যথা-

- ক. সংস্কৃত অনুসর্গ : যে বিশেষ্য অনুসর্গগুলো সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের সংস্কৃত অনুসর্গ বলে।  
 যেমন-অপেক্ষা, অভিমুখে, উপরে, কর্তৃক, জন্য, দিকে ইত্যাদি।  
 খ. বিবর্তিত অনুসর্গ : যে বিশেষ্য অনুসর্গগুলো সংস্কৃত থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের বিবর্তিত অনুসর্গ বলে। যেমন-আগে, কাছে, ছাড়া, ভরে, পানে, পাশে, বই, ভেতর, মাঝে, সাথে, সামনে ইত্যাদি।  
 গ. ফারসি অনুসর্গ : যে বিশেষ্য অনুসর্গগুলো ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের ফারসি অনুসর্গ বলে।  
 যেমন-দরুন, বদলে, বনাম, বাদে, বাবদ, বরাবর ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১৮। ক্রিয়া অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? এর পাঁচটি প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : ক্রিয়া থেকে যেসব অনুসর্গ উৎপন্ন হয় তাদের ক্রিয়া বা ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। নিচে এর পাঁচটি প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক্রমিক	অনুসর্গ	প্রয়োগ
১	করে	কথাটা ভালো করে শুনো নাও।
২	থেকে	আজ থেকে নিয়মিত কলেজে যাবে।
৩	দিয়ে	শাক দিয়ে মাছ ঢেকে লাভ নেই।
৪	বলে	তুমি এসেছ বলেই বাজারে যাচ্ছি।
৫	হতে	কাল হতে আর তোমার সাথে দেখা হবে না।

## ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো

১. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ শনাক্ত করো :

[কু. ১৬]

বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেছেন। তখন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে বসে এক মনে টিভি দেখছিল ছোটবোন। এ সময় কেউ টিভিতে গুনগুনিয়ে গান করছিল। হঠাৎ বাবা এসে বললেন, তাঁর চশমাটা চট করে ধুজে দিতে।

উত্তর : দ্রুত, এক মনে, গুনগুনিয়ে, টিপটিপ, চট।

২. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে রেখাঙ্কিত পদগুলোর নাম লেখো :

[ব. ১৬]

উত্তর :

- প্রগাঢ় নিকুঞ্জ—বিশেষণ।
- সিক্ত নীলাম্বরী—বিশেষ্য।
- পুলকিত সচ্ছলতা—বিশেষণ।
- তিনটি ফুল আর অনেক পাতা—বিশেষণ।
- নীল, হলুদ, বেগুনি, অথবা সাদা—যোজক।
- তুমি আমার পূর্ব-বালা—সর্বনাম।
- নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হলো—বিশেষণ।

৩. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো :

[য. ১৬]

আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। তালহা ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর : সাদা, বৃথা, বেখেয়ালি, হালকা, অস্থির।

৪. নিচের অনুচ্ছেদ হতে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :

[সি. ১৬]

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

উত্তর : ঘুমন্ত, গরম, অবুঝ, সদ্যজাত, সুখকর।

৫. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত করো :

[দি. ১৬]

“এতদিন যে প্রতি সম্মুখায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল।”

উত্তর : গিয়া, করিয়া, তুলি, দেখিলাম, বুঝিলাম।

৬. নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো।

[ঢা. ১৬]

- এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল—বিশেষ্য
- পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে—বিশেষণ
- অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়—যোজক
- আজ নয় কাল সে আসবেই—যোজক
- পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন—বিশেষ্য
- শাব্রল! দারুণ খেলছে আমাদের ছেলেরা—আবেগ শব্দ
- চলো কোথাও বেড়াতে যাই—সর্বনাম
- অধিক ভোজন অনুচিত—বিশেষ্য



৭. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো : [চ. ১৬]  
সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। হঠাৎ টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হলো। করিম ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।  
উত্তর : সাদা, টিপটিপ, বৃথা, বেখেয়ালি, হালকা।
৮. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি সর্বনাম নির্বাচন করো : [রা. ১৬]  
কবি কাজী নজরুলের জীবনের পরিণাম অত্যন্ত করুণ। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্বাক ও ভাবশূন্য। ১৯৭৬ সালে কবির জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হলে তাঁর সমাধি রচিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে। গানে বলেছেন, ‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়েও ভাই।’ তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।  
উত্তর : তিনি, তার, আমায়, সে, এ।
৯. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :  
কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদূষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম, কিন্তু বয়স হইয়া একথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখের স্বরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদূষ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।  
উত্তর : পরীক্ষা, পাস, ছেলেবেলা, চেহারা, লজ্জা।
১০. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ নির্দেশ করো :  
শোভনের স্কুল খুলেছে দিন দুই হলো। সরকার রমজান মাসের অর্ধেক সময় পর্যন্ত স্কুল-কলেজ খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। শোভন এ সময় কিছুতেই স্কুলে যেতে রাজি নয়। তাই সে তার মা মিসেস জাহানারাকে বুঝিয়েছে। এছাড়া সে তার বন্ধু শীতল, নিলয়, রবি ও অয়নের সাথেও তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলাপ করছে।  
উত্তর : স্কুল, বন্ধু, কলেজ, সরকার, মা।
১১. নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত করো :  
ভালোভাবে পড়াশুনা না করলে কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। পরীক্ষায় কোনোমতে পাস করার জন্য অবশ্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বেছে বেছে গুটিকয়েক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করলেই চলে। কিন্তু এভাবে পাস করে লাভ কী? মনে রাখতে হবে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপত্র পাওয়া ও বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন এক জিনিস নয়।  
উত্তর : করা, পড়াশুনা, হয়, চলে, পাওয়া।
১২. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :  
আমাদের বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। সবুজ মাঠ, নদ-নদী, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়, চা-বাগান, সুন্দরবন, রাঙামাটিসহ পার্বত্য জেলার বন-বনানী এবং কক্সবাজারের দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য খুবই মুগ্ধকর। কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। এটি প্রায় ১৫৫ কি.মি. লম্বা।  
উত্তর : প্রাকৃতিক, সবুজ, দীর্ঘ, খুব, লম্বা।
১৩. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :  
রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি, বিশ্বকবি। ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পান। সারা বিশ্বের বিদগ্ধজন যেমন আইনস্টাইন, রোমা রোলা, ইয়েটস প্রমুখের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ইতালির মুসোলিনিকে নিয়ে তিনি ঐকেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র।  
উত্তর : কবি, কাব্য, বাংলা, ভাষা, বন্ধুত্ব।

১৪. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি সর্বনাম নির্বাচন করো :

সেখানকার ছেলেমেয়েরা বেশ মজা পেল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ছেলেটা নিশ্চয় পাগল হবে। ঠিক আছে আমরা সবাই তাকে রাজকুমার মনে করে সম্মান দেখাই।

উত্তর : এরা, তারা, আমরা, তাকে, সবাই।

১৫. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য চিহ্নিত করো :

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিল, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, “মেও!” প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া ঝুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারীর বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।

উত্তর : মার্জারী, যষ্টি, শয্যা, দিব্যকর্ণ, বক্তব্য সকল।

১৬. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :

পদ্মা নদীতে এখন আর বড় ইলিশ পাওয়া যায় না। রূপালি ইলিশের ঝাঁক কোথায় হারিয়ে গেছে। মানুষের লাভ আর লোভের কবলে আজ সুস্বাদু ইলিশ বিলুপ্ত প্রায়। কবে আমরা পরিণামদর্শী হব আর আমাদের সব নদী ভরে উঠবে জাতীয় মাছ ইলিশ। দরিদ্র জেলেদের আর্থিক সাহায্য ও সঠিক পরামর্শ দিতে পারলে তা সম্ভব হতে পারে।

উত্তর : বড়, রূপালি, সুস্বাদু, বিলুপ্ত, পরিণামদর্শী।

১৭. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো :

[ঢা. ১৭]

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও— আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর— তাহলেই হবে।

উত্তর : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, একটুখানি, মিষ্টি, অসহায়, করুণ।

১৮. নিচের অনুচ্ছেদের রেখাঙ্কিত যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো :

[কু. ১৭]

(i) তুমি যে আমার কবিতা। (ii) আমাদের ছোট গায়ে ছোট ছোট ঘর। (iii) করিম ও রহিম দুই ভাই। (iv) ভালো আমটি খাও। (v) ব্রাহ্ম চমৎকার একটা গল্প লিখেছে। (vi) যথা ধর্ম তথা জয়। (vii) শূত্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল। (viii) দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

উত্তর :

বাক্যে প্রদত্ত শব্দ	ব্যাকরণিক শ্রেণি
তুমি	সর্বনাম
ছোট ছোট	বিশেষণ
ও	যোজক
ভালো	বিশেষণ
বাহু	আবেগ
যথা, তথা	সাপেক্ষ যোজক
তাজমহল	বিশেষ্য
‘বিনা’	অনুসর্গ

১৯. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ চিহ্নিত করো :

[রা. ১৭]

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। ইঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। ইঠাটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েক জনের যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল।

উত্তর : বসানো, ইঠাৎ, ইঠাটা-পথের, যায়-যায়, কাঁদো-কাঁদো।

২০. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ চিহ্নিত করো : [সি. ১৭]  
 এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাঁপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্ত সাধনে সে নগ্ন পায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়।

উত্তর : প্রচণ্ড, মিষ্টি, ভাঁপা, লোভাতুর, নগ্ন।

২১. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো : [বি. ১৭]  
 “নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। পাখিটি পাখনা মেলে দিগন্তের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। তাই দেখে সাদা মেঘের দলও বলাকার মত উড়ছে; যাব দূরে বহুদূরে।”

উত্তর : নীল, রোদেলা, দখিনা, টকটকে, লাল।

২২. নিচের অনুচ্ছেদের রেখাঙ্কিত যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো : [চ. ১৭]  
 (i) দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (ii) সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না। (iii) মোদের গরব মোদের আশা আমরা বাংলা ভাষা। (iv) রবীন্দ্রনাথ তো আর দু'জন হয় না। (v) বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। (vi) শাবাশ! দারুন বেলেছে আমাদের মেয়েরা। (vii) আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। (viii) তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

উত্তর :

বাক্যে প্রদত্ত শব্দ	ব্যাকরণিক শ্রেণি
বিনা	অনুসর্গ
সাদা	বিশেষণ
মোদের	সর্বনাম
রবীন্দ্রনাথ	বিশেষ্য
বুঝিয়াছিলাম	ক্রিয়া
শাবাশ	আবেগ
আর	যোজক
হো হো	ক্রিয়া-বিশেষণ

২৩. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত করো : [দি. ১৭]  
 আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। সার্বিত ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল।

উত্তর : সাদা, গুড়ি গুড়ি, ভাঙা, বেখেয়ালি, মৃদু।

২৪. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া বিশেষণ চিহ্নিত করো : [য. ১৭]  
 আদি কবি বাঙ্গালীকি একদিন কাক ডাকা তোরে সবুজ ঘাসের উপর আনমনে বসে— গাছের ডালে বসা চঞ্চল দুটি সাদা বক ও বকীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন শিকারী নিচ থেকে সোনালি রঙের তীর নিক্ষেপ করলেন। একটি বকের দেহে তীর বিম্ব হলো। বেখেয়ালি কবি বললেন দুটি শ্লোক। এভাবেই প্রথম কবিতার জন্ম।

উত্তর : আদি, সবুজ, চঞ্চল, সোনালি, বেখেয়ালি, প্রথম।

২৫. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর :

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ডুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল। [সকল বো. ১৮]

উত্তর :

সুন্দরী	-	বিশেষণ
পরিবারে	-	বিশেষ্য
তার	-	সর্বনাম
অথবা	-	যোজক
সামান্য	-	বিশেষণ

২৬. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা রচনার জন্য তাঁর নামে গ্রন্থতালিকা পরোয়ানা জারি হয়। কবিতা রচনার জন্য কারাভোগ করেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে তিনিই এক্ষেত্রে নজিরবিহীন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতাকৃতিস্বরূপ তাঁর 'বসন্ত' নাটিকাটি তাঁকে উৎসর্গ করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনিও তাঁর 'সঞ্চিতা' গ্রন্থটি কবিগুরুকে উৎসর্গ করেন।

উত্তর : বাংলা, কবিতা, সাহিত্য, নাটিকা, গ্রন্থ।

২৭. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে দশটি বিশেষ্য নির্বাচন করো :

নজরুল এক অসাধারণ কবি। দারিদ্র্য তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি 'অগ্নিবীণা' রচনা করেছেন। আমি নজরুলের কবিতা পড়তে ভালোবাসি। তাঁর কবিতা তারুণ্যকে উজ্জীবিত করেছে। তাছাড়া নজরুলের গান শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে। নদী, পাখি ও জনতার মিলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

উত্তর : কবি, দারিদ্র্য, রচনা, কবিতা, তারুণ্য, গান, শ্রোতা, নদী, পাখি, জনতা।

২৮. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ বাছাই করে লেখো :

নীল আকাশ। রোদেলা দুপুর। (দখিনা) বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। সাদা মেঘের দল বলাকার মতো উঠেছে। গ্রামের মেঠো পথে ছেলেরা খেলছে।

উত্তর : নীল, দখিনা, সাদা, মেঠো, টকটকে।

২৯. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য নির্বাচন করো :

খুব ভোরে সে ঘর থেকে বের হলো। ব্যস্ত ঢাকা তখনো নিদ্রাদেবীর কোলে সমর্পিত। ক্রান্ত চাঁদ সূর্যের প্রভায় বিলীন হবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে মৃদু গ্লাসে চা পান করছে দুজন পরিচেন্নকর্মী।

উত্তর : খুব, সমর্পিত, ক্রান্ত, বিলীন, মৃদু।

৩০. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য খুঁজে বের করো :

এক ঝাঁক সাদা বক গুড়ে আকাশে। কালো পানকৌড়ির দৌরায়ে হলদে মাছরাঙা লুকিয়ে পড়ে ছোট গর্তে। চঞ্চল ডাহুক ডানায় আগলে রাখে কচি কচি ছানাদের।

উত্তর : সাদা, কালো, হলদে, চঞ্চল, কচি।

৩১. নিচের বাক্যগুলোর নিম্নলিখ অংশের শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো : (যে-কোনো পাঁচটি)

গরিবকে সাহায্য করা উচিত। সব বস্তিতেই এখন টিউবওয়েল বাসেছে। তুমি ঢাকা গিয়েছিলে। এত বৃষ্টি হলো তবু গরম গেল না। তিনি অভিজ্ঞ মিস্ত্রি। ডাক্তার অসুস্থ, তিনি রোগী দেখতে আসবেন না। বাহু। বড় চমৎকার ছাঁ। একেছে তো। মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত।

উত্তর :	গরিব	–	বিশেষ্য
	তবু	–	যোজক
	অভিজ্ঞ	–	বিশেষণ
	তিনি	–	সর্বনাম
	বাহু	–	যোজক

৩২. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত করো :

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ অফিসের সামান্য কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল।

উত্তর : নিয়তি, প্রশংসা, অফিস, কেরানি, বিবাহ।

৩৩. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ শব্দ খুঁজে বের করো এবং পাঁচটি বাক্যে তাদের প্রয়োগ দেখাও।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যপ্রিয়, রূপপিয়াসী ও কল্পনাবিলাসী। মনকে আকর্ষণ করার মতো এমন অনেক কিছু প্রকৃতিজগতে ছড়িয়ে আছে। রূপালি নদী, বিল, আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, সবুজ বৃক্ষলতা, নানা বর্ণের ফুল, নানা রঙের ফল, মায়াবী জ্যোৎস্না যে কারো হৃদয়কে মুগ্ধ করবেই।

উত্তর : বিশেষণ শব্দ	বাক্যে প্রয়োগ
সাদা	– আকাশে সাদা মেঘ জমেছে।
সবুজ	– প্রকৃতির সবুজের মাঝে আমি হারিয়ে যেতে চাই।
রূপালি	– কতদিন রূপালি নদীতে অবগাহন করা হয়নি।
মায়াবী	– চাঁদের মায়াবী রূপে আমি মুগ্ধ।
মুগ্ধ	– মুগ্ধ হতেই আমি বারবার প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাই।

৩৪. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ নির্বাচন করো :

প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার একটি মোবাইল সেট। সুস্থ-সবল দেহ না হলে খেলায় জয়লাভ অসম্ভব। ইট বসানো রাস্তায় হবে সাইকেল চালনা। কাদো কাদো চেহারায় ফিরে এলো ছেলেটি।

উত্তর : প্রথম, সুস্থ, সবল, অসম্ভব, কাদো কাদো।